ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কটাক্ষের শিকার প্রিয়াঙ্কা

পৃঃ ৫

সৌদি প্রো লিগে যোগ দিচ্ছেন দিবালা!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৩৮ ● কলকাতা ● ১৪ ভাদ্র, ১৪৩১ ● শনিবার ● ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

হলুদ সাংবাদিকতার জেরে

ক্রমেই পথ হারাচ্ছে তিলোত্তমা ধর্ষণকান্ড

নীরব মুসাফির : নিউজ সারাদিন : রাজ্যে এখন একটাই আলোচনার বিষয় আরজিকর ধর্ষণ ও খুন। যতদিন যাচ্ছে এই নিয়ে গুজব পাল্টা গুজব সোস্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা পোষ্ট সাথে গদি মিডিয়ার লাগামহীন বাঁদরামি যাকে হলুদ সাংবাদিকতা বললেও কম বলা হয়।একটা অসহায় মেয়ের মৃত্যু যে আজকের ভোগবাদী সমাজে কতটা পণ্য হয়ে উঠতে পারে তা এই সময়টা না এলে বোঝা যেত না। যেখানে প্রতিদিন ফেক ভিডিও ফেক তথ্য ইত্যাদি নিয়ে চলছে লাগাতার চর্চা সোস্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট যা নিমেষেই ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে আজকের সমাজে সুস্থ মস্তিস্কের মানুষের থেকে খ'য়ের ছেলে পুলেদের সংখ্যাটাই বেশি। বলতে দ্বিধা নেই আমরা সবাই এর জন্য দায়ী। যখন এক নির্যাতিতার মা বাবা তাদের মেয়ের অকালে এই নির্মম বর্বর পরিণতির জন্য দোষীদের চরম শাস্তি শোনার অপেক্ষায় প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত অপেক্ষা করে আছেন তখন সেই নির্মম বর্বরোচিত ঘটনা নিয়ে চলছে লাগাতার রাজনীতি অনৈতিক ফেক পোষ্ট যা তদন্তকে আরো গুলিয়ে দিচ্ছে।বলা হচ্ছে পুলিশ নাকি সমস্ত তথ্য প্রমাণ লোপাট করে দিয়েছে তাই সিবিআই সঠিকভাবে তদন্ত করতে পারছে না। ঘটনা হল এরকম কিছু আন্দাজ করেই তো মহামান্য হাইকোর্ট এই ঘটনায় সিবিআইকে নিয়োগ করেছে! তাহলে সেই ঘটনার তথ্য প্রমাণ যোগারের দায়িত্ব তো এখন তাদের। পুলিশের দেওয়া তথ্যকে তাড়া বিশ্বাস করবে কেন!কেন তারা তাদের ইন্টালিজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে আসল অপরাধীকে এ্যারেষ্ট করতে পারছে না। যেখানে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত যে ব্যাক্তি গ্রেফতার হয়েছে সে তো পুলিশ করেছে? আর সিবিআই যত তদন্তের দেরী করছে ততই বাড়ছে মানুষের উদ্বেগ যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে গুজব ফেক ভিডিও।যা সমাজ মাধ্যমের মাধ্যমে গোটা দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অনর্গল চলছে বাংলার বদনাম করার চেষ্টা। এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য তিলোত্তমা ধর্ষণ খুনের বিচার চেয়ে যে ডাক্তাররা কর্মবিরতি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য বলি এক মহান পেশায় আপনারা নিযুক্ত। আজ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার অভাবে যে গরীব মানুষগুলো মারা যাচ্ছে আপনারা তাদের পরিবারের কাছে কি জবাব দেবেন? পারবেন তো তাদের অভিশাপ নিয়ে আগামী দিনে ভালো থাকতে?আজ সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতির জেরে বেসরকারি হাসপাতালে হু হু করে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।যার দরজায় গিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে গরীব মানুষ। এগুলো কোন জ্যাষ্টিসের পথ দেখায়? তার থেকে বুকে কালো ব্যাচ পড়ে বা প্রতিবাদে কালো পোষাক পড়ে রোগী দেখুন।মোটের উপর মানবিক দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখুন এটাই একজন সাধারণ নাগরিকের আবেদন। শেষে বলবো,ধর্ষণ আমাদের সমাজে এক ঘৃণিত সমস্যা। আজকে যারা তিলোত্তমা ধর্ষণ কান্ডে ক্যান্ডেলাইট করছেন কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে মিছিল করছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা একজন পদত্যাগ করলেই কাল থেকে ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে তো?যে জাতি তার শৈশব থেকে মহিলাদের নির্যাতনের কাহিনী পড়ে বড়

এরপর ৩ পাতায়

পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে ২ রা সেপ্টেম্বর লালবাজার অভিযানের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা, শুক্রবার : নিউজ সারাদিন : এদিন আরজি কর হাসপাতালে তিলোত্তমাকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগের বিচার চেয়ে প্রায় সব হাসপাতালেই পেনডাউনের ভাবনা জুনিয়র ডাক্তারদের। গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তিলোত্তমা হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে এখন প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করেছে রাজ্য থেকে রাজনীতিতে। এমনকি চিকিৎসা মহলেও এর তুমুল বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে। এখন সব রাজনৈতিক দলই পথে নেমেছে। ফাঁসির দাবি, বিচার চাই এবং উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান চলছে সকলের মুখে। এবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ করতে লালবাজার অভিযানের ডাক দিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আগামী ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে এই

এরপর ৩ পাতায়

পালঘরে ভাষন দিলেন প্রধানমন্ত্রীর

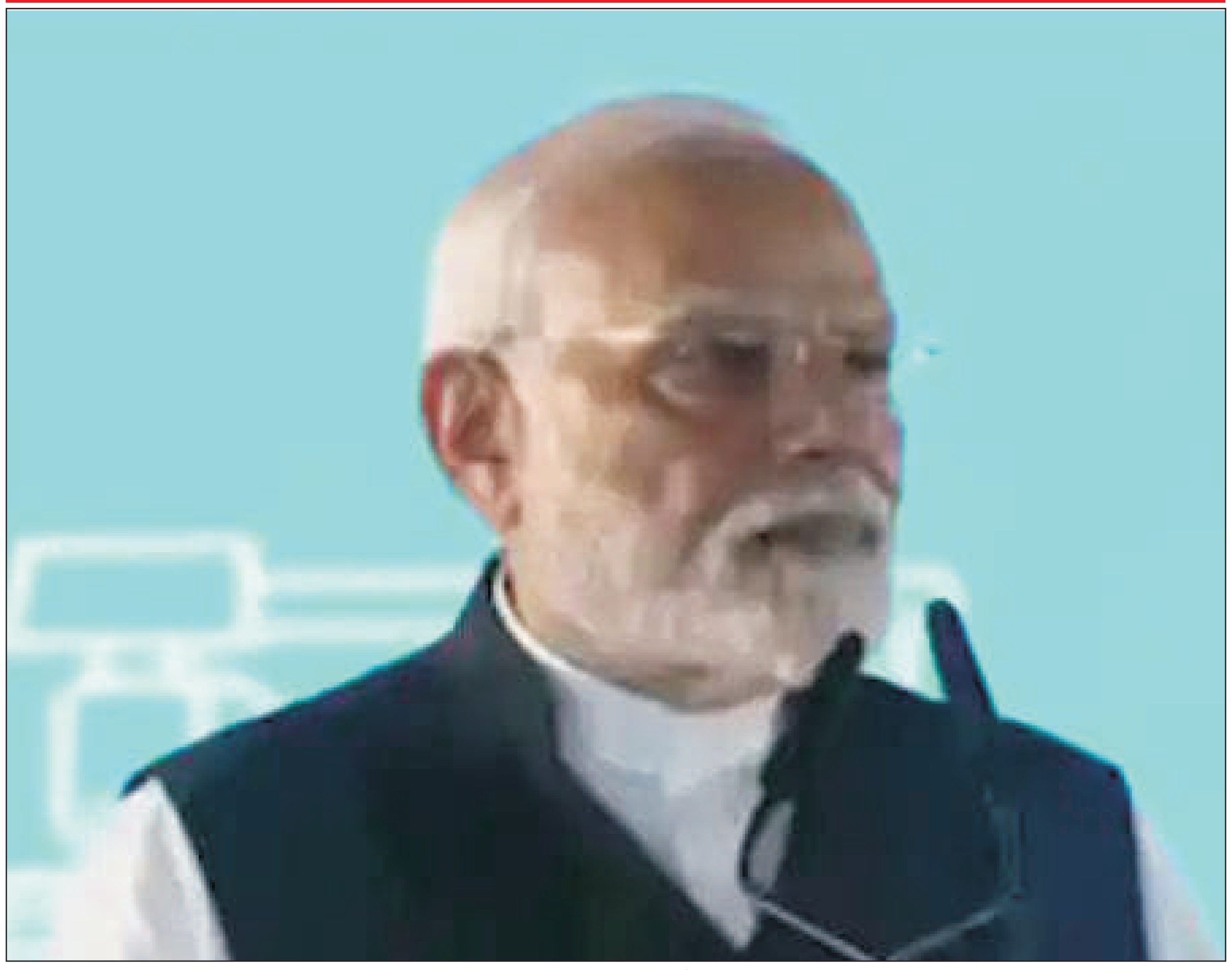

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার মহারাষ্ট্র সফরের সময় শুক্রবার পালঘরে ওয়াধাওয়ান বন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই সময়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রায় ১৫৬০ কোটি টাকার মৎস্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মূর্তি ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে।

পিএম মোদী বলেন, "২০১৩ সালে যখন বিজেপি আমাকে প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী হিসেবে নিশ্চিত করেছিল, তখন আমি রায়গড় দুর্গে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম। একজন ভক্ত যেভাবে তার দেবতার পূজা করে, আমাকে একই অনুভূতি নিয়ে দেশের সেবা করতে হবে।"

এই সময় প্রধানমন্ত্রী ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের কাছে ক্ষমাও চান। তিনি বলেন, "সম্প্রতি সিন্ধুদুর্গে যা কিছু ঘটেছে, আমার এবং আমার সকল সহকর্মীদের কাছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ শুধু একটি নাম নয়, তিনি শুধু একজন রাজা, মহারাজা নন, আমাদের কাছে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ একজন পূজনীয় দেবতা। আজ আমি প্রণাম করছি। আমার মাথা এবং ছত্রপতি শিবাজী

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
কবিতা সংকলন
দ্বীপ প্রজ্জ্বলন
সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার
সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ
Phone : 9163761670 /9564382031
কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন
অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয় শিবায় নম:
তারাতীর্থ আশ্রম (শ্রী শ্রী তাঁরামাতার মন্দির)
অঘোর চতুর্দশী
১৫ই ভাদ্র রবিবার, ১৪৩১ (ইং ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার), ২০২৪
মহামৃত্যুঞ্জয় শিবের রুদ্রাভিষেক, রুদ্রযজ্ঞ ও রাত্রে অঘোর শিবের পূজা
১৬ই ভাদ্র সোমবার,১৪৩১ (ইং ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার),২০২৪
কৌষী অমাবস্যা পূজা
পরিচালনায়: শ্রীমদ্ নির্গুনানন্দ ব্রহ্মচারী
পূজা স্থান: তারাতীর্থ আশ্রম, বল্লভপুর,
শ্রীরামপুর হুগলি
সকলের সহযোগিতা প্রর্থনীয়

রাজ্য মহিলা কমিশনের দপ্তরে

তালা ঝুলিয়ে দিল লকেটরা

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাজ্য মহিলা কমিশনের দফতরে এক প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণ করে বিজেপির মহিলা মোর্চার নেতৃবৃন্দ, লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁদের নেতৃত্বে একটি প্রতীকী তালা কমিশনের গেটে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যা মহিলা কমিশনের কার্যক্রমের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়। প্রাথমিকভাবে কমিশনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তবে পরে পাঁচজন প্রতিনিধি অনুমতি পেয়ে কমিশনে প্রবেশ করেন।এই ঘটনায় পুলিশ এবং বিজেপির মহিলা মোর্চার মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও, অবশেষে প্রতিবাদকারীদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, বিজেপির মহিলা মোর্চা মহিলা কমিশনের কার্যক্রমের প্রতি তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে চেয়েছে। সংবাদমাধ্যমে এই ঘটনায় ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে এবং রাজ্য রাজনৈতিক পরিসরে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ক্ষমতার পালাবদলের পরে বাংলাদেশের সঙ্গে

সখ্যে সক্রিয় পাকিস্তান, ইউনূসকে ফোন শাহবাজ শরিফের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসিনার জমানা শেষ হতেই ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্রিয় হল ইসলামাবাদ। শুক্রবার পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ টেলিফোনে কথা বললেন

এরপর ৪ পাতায়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা স্কুলে

ব্যাপক উত্তেজনা, নামল র‍্যাফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে এক স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নোদাখালী থানার অন্তর্গত মুচিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান সকলে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার-সহ একাধিক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। পরে পুলিশি তৎপরতায় অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনা নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানিয়েছেন, আইনানুগ সমস্ত প্রকার ব্যবস্থাই নেওয়া হবে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে।পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষে ক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ।

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার মহাদেব বেরা নামে ওই জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। স্কুল থেকে বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে পড়ুয়াটি। বিষয়টি ওই বিদ্যালয়ের অন্যান্য অভিভাবকরাও জানতে পারেন। তার পরই আজ সকাল থেকে স্কুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। অভিযুক্তকে স্কুল থেকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ওই শিক্ষককে মারধর করার চেষ্টা করেন। বিক্ষোভ চরম পর্যায় পৌঁছালে উত্তেজিত জনতাকে সরাতে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়।

নবান্ন অভিযানে আক্রান্ত পুলিশকর্মী ও

বিক্ষোভকারীদের সুস্থতার কামনায় কালীঘাটে পূজা হিন্দুমহাসভার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাতাশে আগষ্ট নবান্ন ঘেরাও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যখন রাজ্যজুড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড, আক্রান্ত হলেন একাধিক পুলিশকর্মী এবং বিক্ষোভকারী, ইটের ঘায়ে সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তীর চোখ বিপজ্জনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তখন সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে সারা দিন উপোস থেকে কালীঘাট মন্দিরে পূজা দিয়ে সকলের সুস্থতা কামনা করলো অখিলভারত হিন্দুমহাসভার সদস্যরা । আজ হিন্দু মহাসভার সদস্যরা মুকুন্দপুরের শঙ্কর নেত্রালয়ে উপস্থিত হয়ে চোখে গুরুতর আঘাত পাওয়া পুলিশ সার্জেন্ট দেবাশীষ চক্রবর্তী এবং ওনার স্ত্রীর সাথে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন এবং কালীঘাট মন্দিরের প্রসাদ দিয়ে দেবাশীষ বাবুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন । হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের নিশ্চই আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে । কিন্ত হিংসাত্মক আন্দোলন করতে গিয়ে কোন পক্ষের মানুষ যদি আক্রান্ত হন বা যদি কারো প্রাণ যায় তাহলে মানবতার ক্ষেত্রে তা অপূরণীয় ক্ষতি কারণ আর যাই হোক আমরা কারো চোখ, কোন অঙ্গ বা প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবনা । সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে আমরা দেখলাম জনৈক বলরাম ঘোষ নামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যখন সব তরুণ যুবক সদস্যরা সরে গেছিলেন তখন উনি ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে জল কামানের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন । এই রকম নীরবে কাজ করে যাওয়া সদস্যরা যে কোনো সংগঠনের সম্পদ । কিন্ত অধিকাংশ সংগঠনে এনাদের মত মানুষরা সম্মান পাননা। সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থবল আর লবিবাজি প্রাধান্য পায় । বলরাম বাবু কাউকে পাথর ছুঁড়ে বা ডান্ডা দিয়ে মারেননি । অথচ সেই একই আন্দোলনে আমরা দেখলাম কিছু মানুষ দুর্বৃত্তের মত পুলিশের গাড়িতে পাথর মারার ফলে আজ সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তীর চোখটা সারা জীবনের মত যেতে বসেছে । কেউ কি ওনার চোখ ফিরিয়ে দিতে পারবে ? মাথায় রাখা উচিত উনিও করো বাবা, করো ছেলে বা কারো ভাই । মহাভারতের যুগেও যুদ্ধক্ষেত্র বাদে যদি কৌরব বা পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যদের দেখা হতো তাহলে ওনারা নিশ্চই পরস্পরের গ্রাম বা পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে কুশল বিনিময় করতেন । কৌরব পক্ষের সমস্ত সৈনিক দ্রৌপদীর অপমান করেননি । পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যরাও প্রাণ হারিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সম্রাট হয়েছেন কেবলমাত্র যুধিষ্ঠির । কিন্তু কুরুক্ষেত্রে আঠেরো অক্ষৌহিনী সৈন্যের প্রাণ গেল কারণ ওনারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের নিজের ডিউটি পালন করছিলেন । দাবা খেলাতেও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় কিন্তু সবার আগে বোরেকে এগিয়ে দেওয়া হয় যাদের পিছিয়ে আসার কোন উপায় থাকেনা । বর্তমানকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও একই রকম । তাই আমরা ছাত্র আন্দোলনে আঘাত পাওয়া আন্দোলনকারীদের যেমন দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি আবার সার্জেন্ট দেবাশীষ চক্রবর্তীর সাথেও দেখা করে, কালীঘাটের ফুল ও প্রসাদ দিয়ে প্রার্থনা করলাম যাতে মা কালী দ্রুত ওনার চোখ সরিয়ে দেন । বর্তমানকালে এই অস্থির অসহিষ্ণু রাজনৈতি পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল হিন্দুমহাসভা নিঃসন্দেহে একটি আন্তরিক ও ইতিবাচক কর্মসূচির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।

কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে

হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৩ ইউটিউবারের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে হুমকি দিলেন তিন ইউটিউবার। রীতিমত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইডে পোস্ট করে আরজি করের মত কান্ড তার সঙ্গে ঘটবে এই ধরনের হুমকি দেওয়া হয় ওই আইপিএস অফিসারকে। কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের করা পোষ্টের মধ্যে কুৎসিত ভাষায় নানা ধরনের মন্তব্য করেন ঐ তিন ইউটিউবার।কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ছবিতে থাকা প্রত্যেককে চিহ্নিত করে পরিচয় দেওয়ার পর তিনি বলেন, গত ৯ অগস্ট সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলেছিল। কোনভাবেই সেই অংশে বাইরের লোক ঢুকতে পারেনি প্রমাণ নষ্টের তত্ত্ব আনা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করেন ডিসি সেন্ট্রাল। যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেই সেমিনার হলের দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট এবং প্রস্থ ৩২ ফুট। মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পরই ঘরের ৪০ ফুট অংশ পুলিশ ঘিরে রেখেছিল। হাসপাতাল থেকে সাদা কাপড় নিয়ে জায়গাটি ঘেরা হয়েছিল। ঘরের বাকি অংশ অর্থাৎ ১১ ফুট জায়গায় কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল দাবি কলকাতা পুলিশের।এই ঘটনায় হেয়ার স্ট্রীট থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭৫ (৩)/৭৯/৩৫১(২)(৩)(৪)/২২৪ এবং নারীর সঙ্গে অশালী ন বক্তব্য পেশ করার বিরুদ্ধে তথ্য টেকনোলজি আইনের ১৯৮৬ ধারার সেকশন ৬৭ তে মামলা দায়ের করা হয়েছে। টালা থানাতেও কেস নাম্বার ৫২, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬৪/১০৩(১) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।এদিকের কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় শুক্রবার লালবাজারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরজিকর মেডিকেল কলেজের সেমিনার হলে যেখানে পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের মৃতদে উদ্ধার হয়েছিল সেই জায়গা পুলিশ নিয়ম মেনে ঘিরে রেখেছিল বলে দাবি করেছেন। তিনি মোট দুটি ছবি দেখিয়ে সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের পরিচয় সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন ওই মৃতদেহের ময়না তদন্তের প্রক্রিয়ার পর ওখানে যারা ছিলেন বা ওই সময় যারা ছিলেন তাদের মধ্যে কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের হোমি সাইড শাখার ওসি কলকাতা পুলিশ কমিশনার কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার -১, কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের নিজস্ব ফটোগ্রাফার, ফরেনসিক দপ্তরের লোকজন, টালা পার্ক থানার ওসি এবং চিকিৎসক ছিলেন। যারা সেখানে ছিলেন তারা কেউই তদন্তের বাইরে লোক নয়। কলকাতা পুলিশ যে জায়গায় মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেই জায়গাটি সুরক্ষিত রেখেছিল।

বক্রেশ্বরে পরপর দুটি স্কুলে

চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য

বেবি চক্রবর্ত্তী,বীরভূম: নিউজ সারাদিন : বীরভূমের বক্রেশ্বর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও বক্রেশ্বর জুনিয়র হাই স্কুলের মিড ডে মিলের সামগ্রী চুরি যাওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা যায়। সিভিক ভলেন্টিয়ার মারফত জানতে পারেন বলে জানান বক্রেশ্বর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কল্যাণ আচার্য। তিনি জানান বিষয়টি দুবরাজপুর থানায় অবগত করবেন।মিড ডে মিলের বেশ কিছু সামগ্রী চুরি যায় বলে তিনি জানান। অন্যদিকে বক্রেশ্বর জুনিয়র হাই স্কুলে একই রাতে চুরি হয়। বক্রেশ্বর জুনিয়র হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক অভিষেক মুখার্জী বলেন তাদের প্রায় সাড়ে চার বস্তা চাল ও মিড ডে মিলের সামগ্রী চুরি যায় । এই ঘটনায় উভয় স্কুল বেশ সমস্যায় পড়েছেন। কেননা আজ পড়ুয়াদের জন্য মিড ডে মিলের রান্না হবে কী ভাবে?

নবান্নে বড় রদবদল করলেন মমতা,

অর্থ সচিবকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেচ দফতরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অর্থ সচিব মনোজ পন্থকে কি পরবর্তী মুখ্য সচিব করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? হল তার উল্টোটাই। সিনিয়র আইএএস তথা অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদ মর্যাদার অফিসার মনোজ পন্থকে অর্থ দফতরের সচিব পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে সেচ দফতরে পাঠিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।সূত্রের খবর, গোপালিকার আরও তিন মাস এক্সটেনশন চেয়ে দিল্লির কাছে আবেদন জানিয়েছিল নবান্ন। কিন্তু কেন্দ্রের জবাব এখনও মেলেনি। সন্ধের মধ্যে দিল্লির সবুজ সংকেত না এলে আজ রাত বা শনিবার দুপুরের মধ্যে নতুন মুখ্য সচিবের নাম ঘোষণা করতে হবে মমতাকে। পরিবর্তে রাজ্যের নতুন অর্থ সচিব করা হল অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদ মর্যাদার অফিসার প্রভাত কুমার মিশ্রকে। প্রভাত কুমার মিশ্র এতদিন সেচ ও জল সম্পদ উন্নয়ন দফতরের সচিব ছিলেন।

রদবদল এটুকুতেই সীমিত নেই। এতদিন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদ মর্যাদার অফিসার রোশনি সেন মৎস্য দফতরের সচিব পদে ছিলেন। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁকে জল সম্পদ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। অর্থাৎ মনোজ পন্থের যেমন দায়িত্ব কমল, তেমনই আবার রোশনি সেনের দায়িত্ব বাড়ল। সেই সঙ্গে বড় পদোন্নতি হল প্রভাত কুমার মিশ্রর। হঠাৎ করে মনোজ পন্থের গুরুত্ব কেন কমে গেল, সেটাই এখন বড় রহস্যের। এরপর ৪ পাতায়

এসএমপি কলকাতা প্রস্তুত গ্লোবাল ট্রেড-বেঙ্গল মিডল ইস্ট এক্সপ্রেসের মাধ্যমে

হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স-এর সঙ্গে আরব আমিরশাহীর জেবেল আলি বন্দরকে যুক্ত করতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট, (এসএমপি কলকাতা) গর্বের সঙ্গে বেঙ্গল মিডল ইস্ট এক্সপ্রেস (বিএমএক্স) -এর সূচনার কথা ঘোষণা করেছে। হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স (এইচটিসি)-এর সঙ্গে আরব আমিরশাহীর জেবেল আলি পোর্টের মধ্যে নতুন পণ্যবাহী জাহাজ পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। এই পরিষেবার সূচনা করেছে সিঙ্গাপুরের ওশান স্যালুট লাইন। সহযোগিতা করছে এমবিকে লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেড। এতে বন্দরের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়বে। প্রথম জাহাজ ইয়ং ইউ-১১-এর এইচডিসি-তে পৌঁছনোর কথা ২০২৪-এর ৬ সেপ্টেম্বর। বিএমএক্স পরিষেবা হলদিয়া - চিটাগাং - জেবেল আলি - হলদিয়া রুটে চলাচল করবে। বাংলার পাশাপাশি, পূর্ব ভারতের শিল্প তালুকের সংযোগ স্থাপিত হবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান বন্দরের সঙ্গে।

এই সূত্রে এইচডিসি'কে অভিনন্দন জানিয়ে এসএমপি কলকাতার চেয়ারপার্সন শ্রী রথেন্দ্র রমন বলেছেন, “বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশে দক্ষতা ও নমনীয়তা জরুরি। আমরা বেঙ্গল মিডল ইস্ট এক্সপ্রেস পরিষেবা চালু করতে পেরে গর্বিত। এতে শুধুমাত্র হলদিয়া এবং জেবেল আলির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে তাই নয়, এতে এই অঞ্চলের বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন রাস্তাও খুলে যাবে”।

শ্রী রমন আরও বলেন, “এই উদ্যোগকে সহায়তা দিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের বন্দরগুলি থেকে আসা পণ্য পরিবাহী জাহাজের জন্য মাশুলে যথেষ্ট ছাড় দেবে। এই পরিষেবা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমাদের বন্দরের প্রতিযোগিতামুখীনতা বৃদ্ধি করতে এবং এই অঞ্চলের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকে সাহায্য করতে আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ”। বিএমএক্স পরিষেবা পণ্য পরিবহণ পরিষেবার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবে। এতে আঞ্চলিক রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের সময় বাঁচবে এবং খরচও কমবে। চিরাচরিত রুটকে পাশ কাটিয়ে এটি সময় ও খরচ কমাবে এবং ভিড় এড়ানো যাবে। সরাসরি এই রুট সরবরাহ-শৃঙ্খলের দক্ষতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রতিযোগিতামুখীনতা বৃদ্ধি করবে। আন্তর্জাতিক বাজারের সুবিধা নিতে সাহায্য করবে।

দিল্লীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর আবহে দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে তা স্পষ্ট করেননি রাজ্যপাল। তবে বেরিয়ে আলো থাকে।' এই মন্তব্য অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহলবৃহস্পতিবার বিকেলেই কলকাতা থেকে দিল্লি উড়ে যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বঙ্গভবনে রাতে ছিলেন তিনি। শুক্রবার দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে যান আনন্দ বোস। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। বেরিয়ে বললেন, “অন্ধকার সুড়ঙ্গ শেষে আলো থাকে।” বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে আর জি কর আবহে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে একরাশ উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিও জানিয়েছিলেন। তার পরই এই সাক্ষাত স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। যদিও আনন্দ বোসের মন্তব্য ইতিবাচক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহলমহল।

প্রসঙ্গত, আর জি কর ইস্যুতে রাজ্যের ভূমিকা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'ফোঁস' মন্তব্য নিয়ে শাহকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ বৈঠকের পর রাজভবন থেকে বেরিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আর জি কর নিয়ে বিস্তারিতভাবে সমস্ত অভিযোগ জানিয়েছি। রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে থেকে মুখ্যমন্ত্রী যা মন্তব্য করছেন তাতে বাংলাদেশের জামাতের মিল।

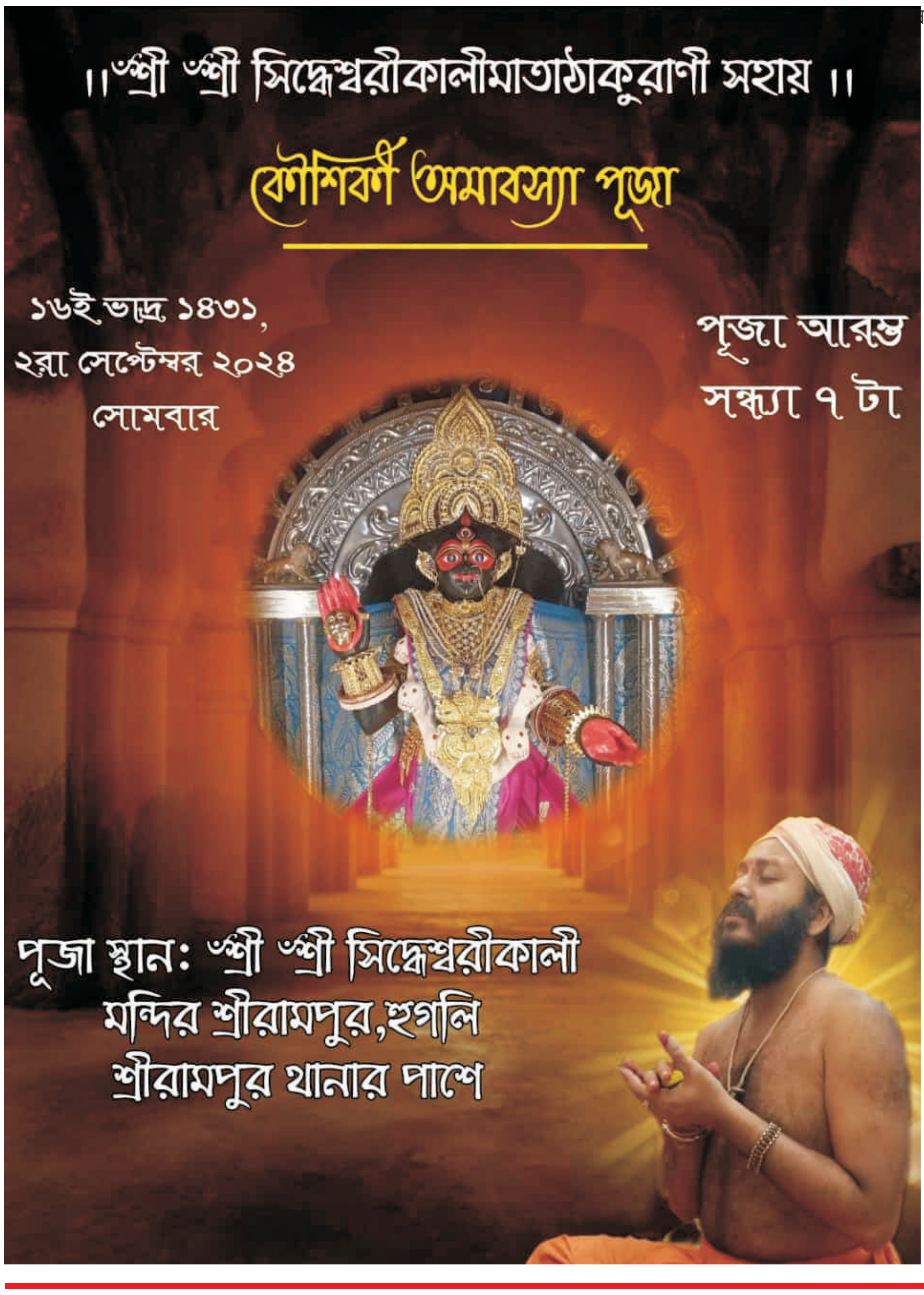

১-ম পাতার পর

হলুদ সাংবাদিকতার জেরে ক্রমেই পথ হারাচ্ছে তিলোত্তমা ধর্ষণকান্ড

হয় যেখানে রামায়নে নিজের সতীত্বের প্রমাণ দিতে সীতাকে অগ্নিকুন্ডে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয় যেখানে মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ দেখেও গোটা পুরুষ কুল নিশ্চুপ থাকে সেই কাব্যগ্রন্থ যদি আমরা মাথায় ঠেকিয়ে না পড়ি তাহলে আমি আদর্শ হিন্দু হতে পাড়ব না! তাহলে সেই সমাজে বেড়ে ওঠা পুরুষদের একাংশ যে নারী নির্যাতনের মধ্যে কোন অন্যায় দেখবে না এটাই তো দস্তুর। শুধু একটা ধর্ষণ নিয়ে রাজনীতি করা যায়, হলুদ সাংবাদিকতা করে টিআরপি বাড়ানো যায় কিন্তু সেটা সমাজের ক্ষতি ছাড়া কোন উপকারে আসে না।তাই আজকে তিলোত্তমা ধর্ষণ কান্ডে নাকের জল চোখের জল ফেলে যারা সব কিছু অচল করে দিতে চাইছেন তাদের কাছে আবেদন নিজের বাড়ির বাড়ন্ত ছেলের উপর নজর রাখুন ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলুন তাহলেই দেখবেন সমাজে ধর্ষণের ঘটনা অনেকটাই কমে গেছে।আর হ্যা এই সব হলুদ সাংবাদিকতার সাংবাদিকদের চিহ্নিত করুন প্রয়োজনে কলার ধরুন।

১-ম পাতার পর

পালঘরে ভাষন দিলেন প্রধানমন্ত্রীর

মহারাজকে শ্রদ্ধা জানাই।" আমি আপনার পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চাইছি।"

পালঘরে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় সাভারকারের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমাদের মূল্যবোধ আলাদা। আমরা সেই লোক নই যারা ভারত মাতার সাহসী পুত্র বীর সাভারকারকে গালি দেয় এবং দেশপ্রেমিকদের অনুভূতিকে চূর্ণ করে। আমরা বীর সাভারকারকে গালি দেওয়ার পরেও ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত নই। মহারাষ্ট্র যে জনগণের এই মূল্যবোধগুলি জানা উচিত, আমি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কাজ করছি।"

১-ম পাতার পর

পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে ২ রা সেপ্টেম্বর লালবাজার অভিযানের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

অভিযান করা হবে। আবার ৩ সেপ্টেম্বর বাংলার সব সরকারিবেসরকারি এবং প্রাইভেট চেম্বারের চিকিৎসকদের পেনডাউন করার আহ্বান জানালেন তাঁরা। পাশাপাশি আরজি কর ঘটনায় যুক্ত অপরাধীর শাস্তির দাবিতে রাজপথে মিছিল নামে। গত বুধবার মেয়ো রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফিরতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি আমার সমর্থন আছে। ওরা বন্ধুর জন্য আন্দোলন করছে। আপনাদের ক্ষোভ আছে। অভিমান আছে। আমি সেটা বুঝি। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে কাজে যোগ দিন। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেব না। আমরা পদক্ষেপ করলে কেরিয়ার নষ্ট হবে। পাসপোর্টভিসা পেতে সমস্যা হবে।'

এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

"এবার এমন আবহে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমি ডাক্তারদের হুমকি দিইনি। আমার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।' আগের মন্তব্য হুমকি বলেই চাউর করা হয়েছিল। দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে। বিদেশের মাটিতেও প্রতিবাদ পৌঁছেছে। আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকরাও আন্দোলনে নেমেছেন। চলছে কর্মবিরতি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা যান আরজি কর হাসপাতালে বৈঠক করতে। সেখানে হাসপাতালের আধিকারিকদের সঙ্গে আন্দোলনকারীরা বৈঠক করেন। কিন্তু তাতেও কাটেনি জট। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনেও কাজে ফেরেননি কেউ। এদিন রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন ডব্লিউবিজেডিএফ এক বিবৃতি পেশ করে। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমাদের প্রতিনিধিরা গতকালই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার করে জানিয়েছেন বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে ও প্রেস বিবৃতিতে। সব প্রতিকূলতা ও হুমকির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনের সারমর্ম প্রত্যেকদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের পাঁচ দফা দাবি না মেটা পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব"। এখন দেখার বিষয় হল জুনিয়র ডাক্তারদের এই কর্মবিরতি দাবি কতটা রাজ্য প্রশাসন মানতে তৎপর হয় সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

গোমাংস খাওয়ার অভিযোগে হরিয়ানায়

পিটিয়ে মারা হল বাংলার শ্রমিককে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাড়ির লোকের মুখে হাসি ফোটাতে তিনি দু বছর আগে গেছিলেন হরিয়ানাতে। আজ তিনি ফিরছেন। কিন্তু তবু পরিবারের মুখে হাসি নেই। তিনি ফিরছেন একদম কফিন বন্দি হয়ে।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তি থানার সাঘির মল্লিক হরিয়ানায় গেছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে।উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট (Bashirhat)মহকুমার সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নজর নগর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা এলাকার বাসিন্দা ২৩ বছরের এস কে সাফিউদ্দিন নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে এসেছিলেন হাড়োয়া থানার অন্তর্গত নজরনগর এলাকাতে। একটি নির্মীয়মান জলের ট্যাংকে কাজ করার সময় হঠাৎই বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় ২৩ বছরের এস কে সাফিউদ্দিন ।তারপর তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তার পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ ।বাড়িতে রয়েছেন তার বৃদ্ধ বাবা, মা, ভাই, বোন স্ত্রী আর তিন বছরের একটি ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চা। গত ২৭শে অগস্ট একদল গো রক্ষকের অমানুষিক হিংসার বলি হন সাগির মল্লিক। তিনি গো-মাংস ভক্ষণ করছেন এই সন্দেহে তাকে পিটিয়ে মারা হয়। শুক্রবার তার দেহ ফিরছে গ্রামের বাড়িতে।

হরিয়ানা পুলিশ(Hariyana Police) সূত্রে জানা গেছে, যে এই অপরাধে জড়িত থাকার জন্য প্রায় ৮ জন ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসার পরে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যান পর্ষদের তরফ থেকে তার ভাই বাবুর আলী মল্লিক এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং এই পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পরিবারের মানুষ এখন অন্তেষ্টি ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছেন ।তাই দু একদিন পরে তার পরিবারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কল্যান পর্ষদ আবার যোগাযোগ করবে।”ওই পরিবারটির পাশে সমস্ত রকম সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়াবে কল্যাণ পর্ষদ। অন্যদিকে,বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ভিন জেলার নির্মাণ শ্রমিকের,তদন্তে পুলিশ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৩৮ সংখ্যা ৩১ আগস্ট, ২০২৪ শনিবার ১৪ ভাদ্র, ১৪৩১

লাখপতি দিদি কর্মসূচি

মহিলাদের শিক্ষাগত, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বীকার করেছেন যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে চলেছেন লাখপতি দিদিরা। তিনি আরও বলেন, বিগত ১০ বছর ধরে মহিলাদের কল্যাণে নজিরবিহীন কাজ হয়ে চলেছে, যাতে দেশের নারীরা সামনের দিকে এগোতে পারেন, সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং বিকাশে নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এক্স পোস্টে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহানের এক মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে লেখা হয়েছে :

"কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @ChouhanShivraj লিখেছেন যে, লাখপতি দিদিরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে চলেছেন। দেশের মহিলারা এগিয়ে চলেছেন, সমৃদ্ধি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। গত ১০ বছর ধরে মহিলাদের কল্যাণে নজিরবিহীন কাজ হয়ে চলেছে। মহিলাদের শিক্ষাগত, সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা হয়েছে।"

সম্পাদকীয়

বয়ানে বিস্তর অসঙ্গতি, ঘটনাস্থল সেমিনার রুম কি না তা নিয়ে ধন্দে সিবিআই

এবার এই প্রশ্নই ভাবাচ্ছে সিবিআই আধিকারিকদের। সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই আধিকারিকরা। এদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের কর্মী থেকে শুরু করে চিকিৎসক এমনকি পুলিশকর্মীরাও। জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছে এই ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়র সঞ্জয় রায়কেও।উল্লেখ্য, শুক্রবার ফের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। এ নিয়ে ১৪ দিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারদের মুখোমুখি হলেন তিনি। আর জি করের তরুণী চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এবং হাসপাতালের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই। গত রবিবার সকালে সিবিআই আধিকারিকরা সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে গিয়েছিলেন। জানা যায়, হাসপাতালের আর্থিক অনিয়মের মামলার তদন্ত করতেই সন্দীপের বাড়ি গিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।সকলের বয়ান বিশ্লেষণ করে বিস্তর অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই কারণেই ঘটনাস্থল নিয়ে দানা বেঁধেছে সন্দেহ।

গ্রেপ্তারের পর কলকাতা পুলিশ দাবি করেছিল, ধৃত সঞ্জয় রায় নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সিবিআইদের দাবি, সঞ্জয় এখনও পর্যন্ত দোষ স্বীকার করেনি। সূত্রের খবর, সঞ্জয় জানিয়েছে ধর্ষণ ও খুনের বিষয়ে সে কিছুই জানত না। ঘটনার দিন সকালে সে হাসপাতালে ভর্তি এক পরিচিতকে দেখে করিডর দিয়ে ফিরছিল। সেই সময় সে দেখে সেমিনার রুম খোলা। তখন সেমিনার রুমটা ফাঁকাই ছিল বলে জানিয়েছে সঞ্জয়। ঘটনার দিন রাতে নির্যাতিতা তরুণী যে ৪ জন চিকিৎসকের সঙ্গে খাবার খেয়েছিলেন, তাঁদেরও ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। পাশাপাশি আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় সহ কয়েকজনের পলিগ্রাফ টেস্টও করানো হয়েছে। সকলের বয়ান বিশ্লেষণ করে তাতে বিস্তর অসঙ্গতি পেয়েছেন তদন্তকারীরা।সিবিআই সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের কাছে যে ভিডিও এসেছে, তাতে নির্যাতিতার গায়ের চাদর দেখে মনে হচ্ছে, তা যেন পরিপাটি করে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ধস্তাধস্তির সেরকম কোনও চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, ধর্ষণের মুহূর্তে ধস্তাধস্তি হয়েছিল। এই কারণেও তদন্তকারীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।বৃহস্পতিবার মৃতদেহের শরীরের যে চাদর ছিল, তার রঙ নিয়ে জল্পনা ছড়ায়। চাদর বদলের অভিযোগ তুলেছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। যদিও পরে পুলিশ ব্যাখ্যা দিয়ে সেই দাবি অস্বীকার করেছে। ঘটনার পরে সকালে হাসপাতাল থেকে নির্যাতিতার বাড়িতে যে ফোন গিয়েছিল, সেই ফোন কলের ৩ টি অডিও বৃহস্পতিবার ভাইরাল হয়। যেখানে এক মহিলাকে বলতে শোনা যায়, 'তিনি (নির্যাতিতা) সুইসাইড করেছেন হয়তো। মারা গিয়েছেন। আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।' পাশাপাশি ফোনে ওই মহিলাকে এও বলতে শোনা যায় যে, আপনাদের মেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অডিও নিয়েও তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

কলার পাতা আর মাটির থালাবাটির পাহাড়। সেসবের মধ্যে ছিলেন গদাধরও। কিন্তু ওসব কিচ্ছুটি দাঁতে কাটেননি তিনি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখেছেন। সন্ধেবেলায় একপয়সা খরচ করে মুড়িমুড়কি কিনেছেন। তাই খেয়ে ফিরে গিয়েছেন ঝামাপুকুরে। দাদা পুরোহিতের চাকরি করছেন, এ ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

কদিন পর অবশ্য ঝামাপুকুরের পাট চুকিয়ে চলে এসেছেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। সেটাও চাকরির জন্য নয়। দাদার টানেও নয়। এমনকী ভবতারিণী বা জগদীশ্বরীর প্রতি ভক্তির জন্যও নয়। ভবিষ্যতের শ্রীরামকৃষ্ণ গদাধর হিসেবে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন স্রেফ গঙ্গার টানে। গঙ্গার তীরে নিজে রান্না করে খেতে পারবেন, দাদার কাছ থেকে এই প্রস্তাব পাওয়ার পর। কথাটা মনে ধরেছিল তাঁর। কালকে হরণ করেন যিনি তিনিই কালী। সেই দেবীই বুঝি কালান্তরে গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণে বদলে দেবেন বলেই অন্য অজুহাতে টেনে এনেছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। পাকাপাকি ভাবে।

সেদিন যদি মন্দির প্রতিষ্ঠা না হত, তা হলে আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে পেতাম না। ভগিনী নিবেদিতা 'স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে সে কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি মনে করিয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, স্বামীজি তাঁদের বারংবার মনে করিয়ে দিতেন, এ সব কিছুই 'নিম্নজাতির এক ধনবতী নারীর ভক্তির ফল'। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সংরক্ষণে দৃঢ়বদ্ধ হিন্দু রাজাগণ কর্তৃক এদেশ সম্পূর্ণ রূপে শাসিত হইলে ওইরূপ ঘটা কদাপি সম্ভব হইত না।'

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির কোনও বড়লোক জমিদার বাড়ির পুণ্যকামী বিধবার মন্দির প্রতিষ্ঠা নয়। তার নির্মাণের স্তরে স্তরে মিশে আছে একজন সাব-অলটার্ন নারীর লড়াই আর বাংলার রেনেসাঁসের একটা অধ্যায়। তাই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তাৎপর্যের বিচারে আর পাঁচটা মন্দির নির্মাণের চেয়ে অনেকটাই আলাদা, একেবারে অন্যরকম।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সোনারপুর জিআরপি থানার সহযোগিতায় চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া ১০৩ টি মোবাইল ফেরত পেলেন মালিকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজকের দিনে বাংলায় এক অন্যরকম নজির পুলিশের উপরে ক্ষোভ দানা বাঁধছে মানুষের, কিছু হলে যত দোষ যেন নন্দ ঘোষের। বাংলার পুলিশের ঠিক একই রকম অবস্থা, মানুষ ক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ অফিসারের ইট পাটকেল ছুড়ে চোখ নষ্ট করে দিচ্ছে , অন্যদিকে সেই পুলিশ এক অন্যরকম নজির গড়লেন। মোবাইল চুরি বা হারিয়ে যাওয়ার পর অভিযোগ দায়ের হলে তা সাইবার সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে সেগুলিকে 'ট্র্যাক' করে খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়। যার মধ্যে কিছু মোবাইলের খোঁজ ভিন্‌রাজ্যে উদ্ধার করতে রেল পুলিশকে ।মোবাইল হয় চুরি হয়ে গিয়েছিল। নয় তো গিয়েছিল হারিয়ে। এমন প্রায় কিছু না কিছু মোবাইল উদ্ধার করেছিল পুলিশ সোনারপুর জিআরপি থানা। এই মাসে ১০৩টি মোবাইল তাদের প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিল আই আর পি সোনারপুর জয়দীপ চক্রবর্তী ও সোনারপুর জিআরপি থানার ওসি রণজিৎ ভৌমিক পুলিশ। গতকাল

শুক্রবারে ৪২ জন প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন মোবাইল! সোনারপুর জিআরপি থানার ওসি রনজিত ভৌমিক জানিয়েছেন এই আগস্ট মাসে মোট ১০৩ টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে ফেরত দিয়েছেন, যার বাজার মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে। অসহায় গরিব মানুষের এভাবেই চুরি যাওয়া মোবাইল গুলো ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল গুলো উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফেরত দেওয়াতে মালিকরা অত্যন্ত খুশি।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই শাস্ত্রের এই শিক্ষা যে, আমাদের সর্বদা কল্যাণকর , হিতকর, ভগবানের কথা-। মুনি ঋষি থেকে মানুষ যখন নিরাশাই হয়ে পড়ে তখন তার আরধ্য রূপে দেবতার প্রচলন ঘটে।তাই আদিমকাল হইতে আদিবাসীরা তাদের সারনা ধর্মের আমরা বিভক্ত করেছি, সারনা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি। সেই কারণে আজও প্রকৃতির রূপে দিয়ে মাতৃবন্দনায় বন্দিত হয়েছে এইসব জন জাতিরা। জঙ্গলের জিয়ারত দেবী সর্ব দেবতাঃ দেবী মা মনসার জন্ম কাহিনী আমরা যতটুকু জানি। **ক্রমশঃ**

· সতর্কীকরণ ·

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

২ পাতার পর

ক্ষমতার পালাবদলের পরে বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্যে সক্রিয় পাকিস্তান, ইউনূসকে ফোন শাহবাজ শরিফের

বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে।পাক হাই কমিশনের দাবি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করেন শাহবাজ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইউনূসের কাছে।

টেলিফোন আলাপচারিতায় দু'দেশের জনগণের অগ্রগতি-সমৃদ্ধির জন্য ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন শাহবাজ-ইউনূস। প্রসঙ্গত, গত ৫ অগস্ট জনবিক্ষোভের জেরে আওয়ামী লীগ নেত্রী হাসিনার প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা এবং দেশত্যাগের পরেই বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলকে স্বাগত জানিয়েছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। পাক মিডিয়ার বড় অংশ দাবি করেছিল, হাসিনার পতনের ফলে বাংলাদেশকে নিয়ে বিপাকে পড়বে ভারত।ঢাকার পাক হাইকমিশনের তরফে সমাজমাধ্যমে শাহবাজ-ইউনূস আলাপচারিতার কথা জানিয়ে লেখা হয়েছে, "বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অধ্যাপক ইউনূসকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইউনূসের অবদানের প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যায় প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় সমবেদনাও জানিয়েছেন।"

পাক হাই কমিশনের দাবি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করেন শাহবাজ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইউনূসের কাছে।

২ পাতার পর

নবান্নে বড় রদবদল করলেন মমতা, অর্থ সচিবকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেচ দফতরে

প্রণব মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন মনোজ পন্থ তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। পরে কেন্দ্রে যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার অফিসার হন তিনি। তা ছাড়া পরবর্তীকালে ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সদর দফতরে নয়াদিল্লির প্রতিনিধি হিসাবে দীর্ঘ দিন ছিলেন তিনি।

নবান্নের একটি সূত্রের মতে, এখনও পর্যন্ত যে রদবদলের খবর পাওয়া গেছে তা চূড়ান্ত নয়। বরং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরও বদল অনিবার্য। কেননা মুখ্য সচিব পদে ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার মেয়াদ বাড়বে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বিপি গোপালিকার মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩১ মে। ভোটের কারণে তার পর তিন মাস এক্সটেনশন পেয়েছিলেন তিনি। সেই তিন মাস শেষ হচ্ছে ৩১ অগস্ট শনিবার।

সিনেমার খবর

বিয়ের আগে মিলন, মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রেম আর কামুক মনোবৃত্তি এক সুতোয় বাঁধা। ভালোবাসা থাকলে শারীরিক সম্পর্ক থাকা অনেকটাই স্বাভাবিক। তবে মাঝেমধ্যেই তাতে চলে আসে প্রশ্ন চিহ্ন। আর সেটা হলো বিয়ের আগে ভালোবাসা থেকে যৌন মিলন নাকি বৈবাহিক সম্পর্কে যাওয়ার পর মিলন। বহু মানুষ আছেন যারা বিয়ের আগে মিলন মানতেই পারেন না। তাদের উদ্দেশে এবার মুখ খুললেন বলিউড নায়িকা দিয়া মির্জা।

দিয়া মির্জা জানান, দুটো মানুষের মনের মিলন থেকে যদি শারীরিক মিলন হয়, তবে সেটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে দিয়া বলেছেন, 'যখন কোনো বিষয় ব্যক্তিগত মতামতই প্রাধান্য পায়, তখন সেই সিদ্ধান্তেই স্থির থাকা উচিত। কারোর ভয় বা কারোর ভাবনার দায় নিজেদের নেয়া মোটেই উচিত নয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবেই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।'

উল্লেখ্য, এশিয়া প্যাসিফিক ২০০০ খেতাব অর্জন করেন দিয়া মির্জা। মির্জা মূলত বলিউডে কাজ করেছেন এবং তিনি গণমাধ্যমে তার সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য পরিচিত। তিনি তার স্বামী সাহিল সাংঘার সঙ্গে বর্ন ফ্রি এন্টারটেইনমেন্ট নামক প্রযোজক সংস্থার স্বত্বাধিকারী। তাদের প্রথম চলচ্চিত্র লাভ ব্রেকআপস জিন্দেগী ২০১১ সালের ৭ অক্টোবর মুক্তি পায়।

রাহনা হ্যায় তেরে দিল মেতে তিনি মাধবনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। বক্স অফিসে ছবিটি সফল না হলেও চলচ্চিত্রটির সংগীত সফল হয়েছিল। এর পরে তিনি দিবানাপান ও তুমকো না ভুল পায়েঙ্গে এতে অভিনয় করেন। ২০০৫ সালে দিয়া মির্জা বিধু বিনোদ চোপড়ার ছবি পরিণীতাতে অভিনয় করেছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি আবার বিধু বিনোদ চোপড়া পরিচালিত সঞ্জয় দত্ত অভিনীত লগে রাহো মুন্না ভাই তে অভিনয় করেন। তিনি সোনু নিগমের মিউজিক ভিডিও "কাজরা মুহাব্বত ওয়ালা" তেও অভিনয় করেছিলেন। এটির পরে তিনি দশ কাহানি, ফাইট ক্লাব, আলাগ, হানিমুন ট্র্যাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড এবং নগদ এর মতো ছবিগুলি করেছিলেন।

দিয়া মির্জা তার প্রেমিক সাহিল সংঘকে ২০১৪ সালের অক্টোবরে হিন্দু আর্য সমাজ পদ্ধতিতে বিয়ে করেছিলেন। ২০১৯ সালে তাদের ডিভোর্স হয়। এরপর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্যবসায়ী স্বামী বৈভব রেখি-কে বিয়ে করেন দিয়া মির্জা। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই বেবি বাম্পের ছবি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন।

কটাক্ষের শিকার প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বরাবরই তিনি স্পষ্ট কথা বলতে দুবার ভেবে দেখেন না। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই তার এই রূপ দেখে এসেছেন ভক্তরা। তার মনে যা, মুখেও তাই। যার জেরে একাধিকবার কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। একবার তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, যদি তিনি ছেলে হতেন, তাহলে বেশ ভালো হতো। মেয়ে হয়ে তিনি মোটেই ভালো নেই।

সিমি গেরেওয়ালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মেকআপ করতে করতে এমনই মন্তব্য করে ফেলেছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। জানিয়েছিলেন তিনি যদি পুরুষ হতেন তাহলে এত সমস্যায় পড়তে হতো না। সেদিন ঠিক কোনো সমস্যার কথা বলেছিলেন অভিনেত্রী! রাখঢাক না করে ব্যাখ্যা দিলেন তারও। স্পষ্টই জানালেন, ছেলেরা একটি জিন্স ও টি-শার্ট পরে চলে আসতে পারেন প্রকাশ্যে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। এমনকি চুলে করা কার্লটা নিয়েও টেনশন হয়। সোজা হয়ে বসে থাকতে হয় এক জায়গায়। বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করা যাবে না। পোশাকের ক্ষেত্রেও হতে হয় বেশ সচেতন ও যত্নশীল। এ বিষয়টা নাকি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার কাছে বেজায় অস্বস্তিকর। অভিনেত্রী মনে করেন এই সাজগোজ থেকে অনেক বেশি শান্তির পুরুষদের ফরমাল লুক। যার জেরে তাদের খুব একটা সমস্যায় পড়তে হয় না। তবে অভিনেত্রীদের এই সাজ পোশাকের জন্যই বেশ কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখতে হয়।

অনেকটা সময় ধরেই তাদের নিজেকে তৈরি করতে হয়। সবমিলিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার অভিযোগ একটাই, পুরুষ হলে এত সমস্যা হয় না, যা মহিলাদের মেকআপ লুক আর পোশাক নিয়ে হয়ে থাকে। যদিও সেই প্রিয়াঙ্কা চোপড়ায় গোটা দেশের কাছে ফ্যাশন আইকন। তার প্রতিটা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট সাধারণ মানুষরা নকল করে থাকেন। তবে সেই প্রিয়াঙ্কাই খুব একটা খুশি নন এই পোশাক ও সাজ ম্যানেজমেন্টের বিষয়।

শ্রীদেবীকে নিয়ে আপ্লুত বনি কাপুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, আচমকাই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছিলেন শ্রীদেবী। তারপর কেটে গিয়েছে কয়েকটা বছর, শ্রীহীন জীবন কাটাচ্ছেন বনি। গত ১৩ আগস্ট ছিল শ্রীদেবীর জন্মবার্ষিকী। স্ত্রীর জন্মদিনে তাকে আরো একবার স্মরণ করলেন বনি কাপুর ও দুই মেয়ে জাহ্নবী ও খুশি। শ্রীদেবীর জন্মদিনে তাকেই নিজের জীবনের অনুপ্রেরণা বলে ব্যাখ্যা করেছেন বনি কাপুর।

বনি বলেন, তিনি যে শারীরিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তা তুলে ধরেছেন বনি কাপুর। শ্রীদেবীকে নিজের 'জান' বলে সম্বোধন করে বনি লেখেন, 'আমার অনুপ্রেরণা আমার জান। আমার চুল ঘন হয়ে যাচ্ছে, আমি আরো ভালো দেখাচ্ছি, ১৪ কেজি ওজন কমিয়েছি। আরো ৮ কেজি কমাতে হবে... এ ক্ষেত্রে আমার অনুপ্রেরণা আমার জান (শ্রীদেবী)।

তার শৈল্পিক ভাবনা, ওর চিন্তাভাবনা সর্বদা আমার সঙ্গেই থাকে, ও সর্বদা আমার সঙ্গেই রয়েছে।' বনি কাপুর যে ছবিটি পোস্ট করেছেন তাতে তাকে নীল রঙের টি-শার্ট পরে একটা পেনটিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করিয়েছেন বনি

তবে শুধু ওজন কমানোই নয়, চলতি বছরের শুরুতেই নিজের হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টও করিয়েছেন বনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নিজের একটা ছবি শেয়ার করে একটা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ক্লিনিকের উদ্বোধনের খবর শেয়ার করেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন, 'হায়দরাবাদ ১৭তম ইউজেনিক্স হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ক্লিনিক যা আমাকে এবং বিশ্বের আরো অনেককেই একটি নতুন চেহারা দেবে। হায়দরাবাদ এবার থেকে অনেকের টাক উধাও হয়ে যাবে। হায়দরাবাদের জন্য শুভকামনা রইল'।

অর্জুন কাপুর এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া

বনি কাপুরের পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ছেলে অর্জুন কাপুর ভাই সঞ্চয় কাপুরসহ অনুরাগীরা। ছেলে অভিনেতা অর্জুন কাপুর পোস্টটি 'লাইক' করেছেন, অন্যদিকে ভাই-অভিনেতা সঞ্জয় কাপুর মন্তব্য করেছেন, 'তোমার জন্য গর্বিত'।

একজন অনুরাগী লিখেছেন, বাহ এটা আশ্চর্যজনক এবং দুর্দান্ত।' আরেকজন মন্তব্য করেছেন, মাইলস্টোনের পর মাইলস্টোন। ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা একগুচ্ছ হাততালি এবং লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়েছেন।

শ্রীদেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীদেবীর জন্মদিনে তার 'জান'-এর শুভেচ্ছা জানাতে তার ছবি পোস্ট করেন বনি। ছবিটি প্রয়াত শ্রীদেবী অভিনীত ২০১২ সালের কমেডি-ড্রামা ছবি ইংলিশ ভিংলিশের বলে মনে হচ্ছে। ছবির সঙ্গে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বনির বার্তা, 'শুভ জন্মদিন, আমার জান'।

মারা গেলেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলে গেলেন টালিউডের খ্যাতিমান ও জাতীয় পুরস্কারজয়ী নির্মাতা উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতায় তার রিজেন্ট পার্কের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

নির্মাতা উৎপলেন্দুর দীর্ঘদিনের সহকারী ভারতীয় গণমাধ্যম 'আনন্দবাজার'কে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সন্ধ্যায় চা খেয়েছিলেন তিনি (উৎপলেন্দু চক্রবর্তী)।

তারপরেই হঠাৎ করে ঝিমিয়ে পড়লেন। এরপর তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে জানা যায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন।' এর কিছুক্ষণ পরে তিনি মারা যান।

নির্মাতা উৎপলেন্দু আশির দশকে 'ময়নাতদন্ত', 'চোখ', 'দেবশিশু'র মতো অনেক আলোচিত সিনেমা উপহার দিয়েছেন।

১৯৮২ সালে 'চোখ' সিনেমার জন্য সেরা চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন এ অভিনেতা। 'চোখ' সিনেমা পোস্টার এঁকেছিলেন কিংবদন্তি নির্মাতা ও চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়। এ ছাড়াও উৎপলেন্দুর ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, এনএফডিসি'র স্বর্ণপদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসে বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভাঙে উৎপলেন্দুর। তারপর তার কোমরের অস্থিসন্ধি প্রতিস্থাপন করা হয়। স্মৃতিভ্রমের সমস্যাও ছিল এ নির্মাতার।

এর পাশাপাশি তিনি প্রস্টেট এবং সিওপিডি'র সমস্যায় ভুগছিলেন। মে মাসেও পরিচালককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

চমকে গেলেন ঊর্বশী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েক দিন আগে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলা। সে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল তার রক্তারক্তি কাণ্ড!

মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরা। ভিডিওটি পোস্ট করার পর অনেক সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে তাকে। খুব বড় যে কিছু ঘটেনি তা ভিডিও দেখে অনেকেই বুঝেছিলেন।

একদিকে যেমন তাকে নিয়ে সমালোচনা হয়েছে, আবার কিছু অংশ বেশ চিন্তিতও ছিলেন। তাই তো তিনি বাড়িতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই পেলেন বিশাল এক সারপ্রাইজ। তার পুরো ঘর ভরে গেছে লাল গোলাপে।

বলিউডসূত্রের খবর, তিনি যাতে সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই প্রার্থনাতেই এই ফুলের উপহার। প্রায় এক লক্ষ গোলাপ ফুল উপহার পেয়েছেন তিনি! আর তা পেয়ে ঊর্বশী বেশ উত্তেজিত ছিলেন।

সেদিনের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, আঙুল কেটে রক্ত ঝরছে ঊর্বশীর। তবে খুব যে বাড়াবাড়ি হয়েছে তেমনটা নয়। সেটা তার ভিডিও দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তাই উলটে প্রার্থনার বদলে নায়িকাকে রীতিমতো কটাক্ষের মুখেই পড়তে হয়েছে। সেদিন নানা ধরনের নেতিবাচক মন্তব্যে ভরে গিয়েছিল তার পোস্ট।

অভিনেত্রীকে কেউ লিখেছেন,'একটু হলুদ লাগিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যেত।' আবার কেউ লিখেছেন,'আপনি দেশের প্রথম মহিলা যে এত ছোট কারণে হাসপাতালে ভর্তি হলেন।' তবে শুধুই কি এই আঙুল কাটার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।

কয়েক দিন আগে অন্য একটি কারণে আলোচনায় উঠে এসেছিল অভিনেত্রীর নাম। একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল ঊর্বশীর। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে স্নানের জন্য পোশাক খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ঊর্বশীর মতো দেখতে এক মহিলা।

বিভিন্ন পাপারাৎজি অ্যাকাউন্ট থেকে সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। এর পরেই শুরু আলোচনা।

সিরি-এ লিগে ইন্টারের জয়ের দিনে হোঁচট খেয়েছে এসি মিলান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিরি এ লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলান দ্বিতীয় জয় তুলে নিলেও প্রথম হারের স্বাদ পেয়েছে এসি মিলান। শনিবার লিসকে ঘরের মাঠে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে ইন্টার। আরেক ম্যাচে নতুন উন্নীত পারমার কাছে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে এসি মিলান।

মাত্তেও ডারমিয়ান পাঁচ মিনিটে ইন্টারকে এগিয়ে দেন। সান সিরোর ৭০ হাজার সমর্থকের সামনে ৭০ মিনিটে পেনাল্টি স্পট থেকে ইন্টারের জয় নিশ্চিত করেন হাকান কালহানগ্লু। এই জয়ে সিমোনে ইনজাগির দল আরো তিন দলের সাথে চার পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। পারমা, জেনোয়া ও উদিনেসও প্রথম দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছে।

ইন্টারের কাছে হেরে লিস এখনো কোন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি। এ পর্যন্ত গোল হজম করেছে ছয়টি। প্রথম ম্যাচে আটালান্টার কাছে ৪-০ গোলে পরাজিত হয়েছিল। ইন্টার তাদের সেরাটা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বিপরীতে লিস কোন প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। ইনজুরিতে থাকা অধিনায়ক ও তারকা স্ট্রাইকার লটারো মার্টিনেজের অনুপস্থিতিতে ইন্টারের হয়ে মূল দলে অভিষেক হয়েছে মেহদি টারেমির। গত মাসে পোর্তোর থেকে ইন্টারে যোগ দিয়েছেন ইরানের এই ফরোয়ার্ড। টারেমির এ্যাসিস্টে ডারমিয়ান প্রথম গোলের সুযোগ পান। টারেমির ক্রসে দারুন এক হেডে ইন্টারকে এগিয়ে দেন ইতালিয়ান এই ডিফেন্ডার।

বিরতির ঠিক পরপরই টারেমি একটি পেনাল্টির জোড়ালো আবেদন করেও সফল হননি। ৭০ মিনিটে কিয়ালোন্ডা গাসপারের বিপক্ষে পেনাল্টি আদায় করে নেন মার্কোস থুরাম। স্পট কিক থেকে টার্কিশ মিডফিল্ডার কালহানগ্লু আত্মবিশ্বাসের সাথে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

এদিকে দিনের শুরুতে ঘরের মাঠ স্তাদিও এননিও টারডিনিতে মিলানকে রুখে দিয়েছে পারমা। এর মাধ্যমে নতুন উন্নীত দলটি এবারের লিগে নিজেদের অবস্থানের জানান দিল। ২২ বছর বয়সী ইতালিয়ান উইঙ্গার মাত্তেও ক্যান্সেলিয়েরি ম্যাচ শেষের ১৩ মিনিট আগে জয়সূচক গোলটি করেন। এর আগে ডেনিস মানের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পারমা। ৬৬ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচের গোলে সমতায় ফিরে মিলান। পর্তুগীজ কোচ পাওলো ফনসেকার অধীনে প্রথম দুই ম্যাচ থেকে মিলান মাত্র এক পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

মেজর লিগে সবার আগে প্লে-অফে ইন্টার মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করেছে ইন্টার মায়ামি। প্লে-অফ নিশ্চিতের ম্যাচে সিনসিনাটির বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় পেয়েছে মায়ামি।

ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর এক মিনিটের মধ্যে মায়ামিকে এগিয়ে দেন উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। বক্সের ভেতর বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে লিড এনে দেন তিনি। এর মিনিট পাঁচেক পর আবারও লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। মাতিয়াস রোহাসের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে বক্সে ঢুকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করেন তিনি। ওই দুই গোলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। তবে ৪২ মিনিটে টমাস আভিলেস লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ম্যাচের বাকি সময় মায়ামিকে ১০ জন নিয়েই খেলতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে মায়ামি।

এ জয়ে ৮ ম্যাচ হাতে রেখেই প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৬। লিগে দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ২৬ ম্যাচে ৪৮।

সৌদি প্রো লিগে যোগ দিচ্ছেন দিবালা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এএস রোমার হয়ে গত মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটালেও এবার কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা দলে ছিলেন না পাওলো দিবালা। নতুন মৌসুমে সিরি আ'র ক্লাবটিও ছাড়তে হচ্ছে তাকে। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-কাদসিয়াতে যোগ দিতে যাচ্ছেন বিশ্বকাপ জয়ী এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

স্কাই স্পোর্টস ইতালিয়ার সংবাদ অনুযায়ী, এরমধ্যেই আল-কাদসিয়াকে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন দিবালা। বাৎসরিক ২০ মিলিয়ন ইউরো বেতনে ক্লাবটিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। প্রাথমিক চুক্তি তিন বছরের জন্য। সৌদির ক্লাবটি থেকে বোনাস ও অন্যান্য ভাতা সহ সবমিলিয়ে তিন বছরে ৭৫ মিলিয়ন ইউরো পাবেন এই আর্জেন্টাইন।

সংবাদ অনুযায়ী, এরমধ্যেই সতীর্থদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন দিবালা। ত্রিগোরিয়ায় বুধবার দলের সঙ্গে শেষ অনুশীলন সেশনে বিদায় উপলক্ষে সতীর্থরা তাকে কিছু উপহারও দিয়েছেন। জানা গেছে এর আগে আল-কাদসিয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও রোমার আর্থিক দুরবস্থার জন্য বাধ্য দল ছাড়তে হচ্ছে তাকে।

রোমার সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি ছিল দিবালার। জানা গেছে বর্তমানে রোমার সঙ্গে আলোচনা করছে সৌদির ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এদিকে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফুটমার্কেতোর সংবাদ অনুযায়ী, ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়েই দিবালাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে রোমাকে।

ইতালিয়ান ক্লাবটিতে যোগ দেওয়া সময় দিবালার রিলিজ ক্লজ ছিল ১২ মিলিয়ন ইউরো। ধারণা করা হচ্ছিল এই মূল্যেই তাকে বিক্রি করবে ক্লাবটি। তবে জানা গেছে দিবালার রিলিজ ক্লজের মেয়াদ ফুঁড়িয়ে গেছে গত মৌসুম শেষেই। এজেন্টের কমিশনের কারণে ৪ মিলিয়ন ইউরো খরচ করতে হবে সৌদির ক্লাবটিকে।

ফের ক্যানসেলোকে দলে টানার চেষ্টায় বার্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত মৌসুমে ধারে বার্সেলোনায় খেলেছিলেন জোয়াও ক্যানসেলো। মৌসুম শেষ হতেই ফিরে গিয়েছিলেন নিজের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটিতে। এবার মৌসুমের শুরুতে তাকে ফের দলে নেওয়ার তেমন হাঁকডাক না শোনা গেলেও শেষ দিকে চেষ্টা চালাচ্ছে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ। এমনটাই জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দিপোর্তিভো।

স্কোয়াডকে শক্তিশালী করতেই ক্যানসেলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছে বার্সেলোনা। যদিও গত কয়েকদিন থেকে আলমেরিয়ার প্রতিশ্রুতিশীল ফুল-ব্যাক এবং সাম্প্রতিক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মার্ক পুবিলকে দলে টানা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে দুটি ফুল-ব্যাক পজিশনই শক্তিশালী করতে চাইছে কাতালানরা। তাই তাদের অগ্রাধিকার ক্যানসেলোকে ফিরিয়ে আনা।

তবে বার্সেলোনার জন্য কাজটা এবার সহজ হবে না। কারণ ক্যানসেলোকে নেওয়ার চেষ্টায় চাপ দিচ্ছে সৌদি আরবের ক্লাবও। তাকে পাকাপাকিভাবে চায় তারা। সিটিও চায় ধারে নয়, এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডারকে বিক্রি করে দিতে। তবে বার্সার বিশ্বাস ফের তাকে ধারে দলে নিতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি একটি ক্রয়ের বিকল্প যা খুব বেশি নয়।

বার্সেলোনার বর্তমান দলে এক ঝাঁক তরুণ তারকা রয়েছে। তাই অভিজ্ঞতার বিষয়টিও ভাবছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্যানসেলোর মতো একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের উপর বিশ্বাস রাখতে চায় দলটি। শিরোপাহীন একটি মৌসুম কাটানোর পর এবার তারা বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জেই পড়তে যাচ্ছে। কারণ এবার শক্তি আরও বাড়িয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ এবং অ্যাতোলেতিকো মাদ্রিদ।

মূলত সিটির সঙ্গে ভালো সম্পর্কের কারণে ক্যানসেলোকে পাওয়ার আশা করছে বার্সা কর্তৃপক্ষ। গত মৌসুমে সিটি থেকে বার্সায় যাওয়া ইকাই গুন্দোগানকে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজ করছে সিটিজেনরা। বার্সা এই জার্মান মিডফিল্ডারকে বিনামূল্যেই ছেড়ে দিতে যাচ্ছে।

রিটজ ম্যাজিকে লেভারকুসেনের জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুরোনো মৌসুম বিদায় নিয়েছে। শেষ প্রাক-মৌসুমের বিরতিও। ছুটিছাটা শেষে মাঠে গড়িয়েছে নতুন মৌসুম। ইউরোপিয়ান ফুটবলে বদলে গেছে অনেক কিছু। কিন্তু বদলায়নি কেবল বায়ার লেভারকুসেন। শেষ মুহূর্তে প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখে ম্যাচ জয়কে অভ্যাসে বানিয়ে ফেলেছিল জায়ান্ট ক্লাবটি। গত মৌসুমে লেভারকুসেনের রূপকথার গল্প লিগে বুন্দেসলিগা শিরোপা জয়ের নেপথ্যের মূল কাহিনী তো এটাই। এবার নতুন মৌসুমের শুরুতেও একইভাবেই জিতল লেভারকুসেন। জার্মান সুপার কাপ ফাইনালে শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। পরে জেতে শিরোপাও। এবার বুন্দেসলিগায় নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচের শুরুতে একইভাবে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে কোচ জাবি আলোনসোর বাহিনী।

শুক্রবার রাতে ইনজুরি টাইমের ১১তম মিনিটের খেলা চলছিল বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের মাঠে। ম্যাচ ছিল ২-২ গোলের সমতায়। ঠিক সেই দরকারি মুহূর্তে পেনাল্টির বাঁশি বাজে লেভারকুসেনের অনুকূলে। পরে পেনাল্টিতেও মঞ্চস্থ হয়েছে নাটক। ফ্লোরিয়ান রিটজের শট রুখে দিয়েছিলেন মনশেনগ্লাডবাখের গোলরক্ষক জোনাস অমলিন। পরে পড়িমড়ি করে দৌড়ে গিয়ে কোনোমতে ফিরতি শটে প্রতিপক্ষের জাল কাঁপান রিটজ। একপ্রস্থ নাটকীয়তায় শেষ মুহূর্তে লেভারকুসেন নেয় ৩-২ গোলের দাপুটে এক জয়।

অবশ্য ম্যাচে দারুণ শুরু করেছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লেভারকুসেন। মাত্র ১২ মিনিটের মধ্যে বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে নেওয়া চোখ ধাঁধানো এক শটে বল জালে জড়িয়ে ক্লাবকে লিড এনে দেন গ্রানিত জাকা। পরে আক্রমণের ছন্দ ধরে রেখে ৩৮ মিনিটে গোল ব্যবধান ২-০-তে নিয়ে যান রিটজ। তবে লড়াইয়ের চিত্রনাট্য পাল্টে যায় দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচের বয়স ৫৯ মিনিট হতেই নিকো এলভেদির দারুণ গোলে ব্যবধান কমায় মনশেনগ্লাডবাখ। ৯০ মিনিট পূর্ণ হওয়ার ৫ মিনিট আগে ম্যাচে সমতাসূচক গোল করেন টিম ক্লেইনদেনস্ত।

বার্সার দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। প্রথম ম্যাচে জোড়া গোলের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও গোল করে জয়ে অবদান রেখেছে লেভানডভস্কি। ইয়ামাল-লেভার গোলে মূলত জয় পেয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা।

ঘরের মাঠে শনিবার ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা। ম্যাচের ২৪ মিনিটেই বার্সাকে এগিয়ে দেন ইয়ামাল। বক্সের বাইরে বল পেয়ে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন ১৭ বছর বয়সী এই তারকা। অবশ্য সমতা ফেরাতে বেশি সময় নেয়নি বিলবাও। বার্সার ডিফেন্ডার পাউ কুবারসি ডি বক্সের ভিতরে ফাউল করলে পেনাল্টি পেয়ে যায় বিলবাও। স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান ওইহান সানচেট।

৭৫ মিনিটে দারুণ এক ভলিতে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে নেন পোলিশ স্ট্রাইকার লেভানডভস্কি। আরও কিছু সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তবে সহজ সুযোগ থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি।

এদিন ৬৬ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৩ শট নিয়ে ৫টি লক্ষ্যে রাখে বার্সেলোনা। আর বিলবাও ৯ শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখে মাত্র ২টি। এই জয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত থাকল বার্সার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR